৪৫তম সংখ্যা | এপ্রিল-জুন | ২০২২

ত্রৈমাসিক

আমিক বার্তা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেল্থ ও ওয়াশ সেক্টরের মুখপত্র

হেল্থ ও ওয়াশ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

মাদককে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সরকারের এসডিজি সফল করা সম্ভব হবে না

মাদককে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সরকারের এসডিজি সফল করা সম্ভব হবে না। এজন্য সকলকে মাদকের বিস্তাররোধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অতিরিক্ত সচিব মোঃ আজিজুল ইসলাম। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধপাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ আহবান জানান।

২৯ জুন ডাম প্রধান কার্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোঃ আজিজুল ইসলাম আরো বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের ক্ষেত্রে সাধারণ তিন ভাবে কাজ করে থাকে। হার্ম রিডাকশন, সাপ্লাই রিডাকশন ও ডিমান্ড রিডাকশন। এজন্য মানুষকে মাদক ও এর ক্ষতির সম্পর্কে জানানোর জন্য আমরা কাজ করছি। এরসঙ্গে আগামীতে আমরা মাদকের বিস্তার রোধে আমাদের কার্যক্রমে পারিবারিক বন্ধন জোরদারের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দেবো। এরকম সুন্দর একটি আয়োজনের জন্য তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি আলহাজ প্রফেসর ড. কাজী শরিফুল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউএনএইডস'র কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা.সায়মা খান। অনুষ্ঠানে আলোচক ছিলেন পুলিশ সুপার ও ওয়েসিস মাদকাসক্তি নিরাময় ও মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ কেন্দ্রের পরিচালক ডাঃ এস.এম শহীদুল ইসলাম (পিপিএম) এবং জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ।

পারিবারিক মনোসামাজিক শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম

চিকিৎসায় পরিবারের কার্যকর অংশগ্রহণ এবং পরিবারের সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আয়োজনে উক্ত কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য নিয়মিত মনোসামাজিক শিক্ষামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২৭ এপ্রিল ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের ট্রেনিং রুমে আয়োজন করা হয় মাদকনির্ভরশীল ও মানসিক সমস্যার রোগীদের চিকিৎসায় ''কাউন্সেলিং এর গুরুত্ব '' নিয়ে অনুষ্ঠিত মনোসামাজিক শিক্ষামূলক সভা। সভায় মূল আলোচক ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ জহির উদ্দিন।

এছাড়া ২৯ মে উক্ত কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং সেশন আয়োজন করা হয়। গ্রুপ সেশনের আলোচ্য বিষয় ছিলো ''সেলফ কেয়ার''। সেশনের শুরুতে "ব্রিদিং এক্সসাইজ" করান সাইকোস্যোসাল কাউন্সেলর মমতাজ খাতুন। ''সেলফ কেয়ার'' বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সাইকোলজিস্ট মোঃ আসাদুজ্জামান মন্ডল। এবং পরবর্তীতে ''মাদকনির্ভরশীলদের চিকিৎসায় পুষ্টির ভূমিকা'' বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন কেন্দ্রের পুষ্টিবিদ মাহফিদা দীনা রুবাইয়া। মুক্ত আলোচনা অংশ পরিচালনা করেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র সাইকোলজিস্ট রাখি গাঙ্গুলি।

অপরদিকে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২২ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ২২ জুন পারিবারিক সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার আলোচকগণ বলেন পরিবারের মনোবল ও রোগ সম্পর্কে সচেতনতা কমাতে পারে মাদকনির্ভরশীলতা। আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আয়োজিত সভার আলোচ্য বিষয় ছিলো ''মাদক ব্যবহারজনিত রোগ এবং সহ-ঘটমান মানসিক রোগ''।

সম্পাদকীয়

নব্বই দশকে বিশ্বব্যাপী মাদক সমস্যা যখন প্রকট আকার ধারণ করছে সেই সময়ে ১৯৯০ সালে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) এর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে তামাক, এইডস ও মাদকের বিরুদ্ধে সমাজের সকল পর্যায়ের গণসচেতনতা সৃষ্টিতে দেশব্যাপী বিভিন্ন নেটওয়ার্ক গঠনের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। বর্তমানে আমিক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করছে। ইতিমধ্যে তিন দশক পার করেছে আমিক। এই দীর্ঘ সময়ের যাত্রায় আমিকের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমিকের কার্যক্রম কেবল মাদক, এইডস ও তামাকের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক রোগের প্রতিরোধমূলক এবং নিরাময়মূলক সেবা, মাদকাসক্তি রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, অসংক্রামক রোগের (এনসিডি) প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক চিকিৎসা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচীতেও আমিকের কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। আমিকের মাদকবিরোধী কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে মাদক নির্ভরশীল পুরুষ ও নারীদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কারাবন্দী মাদক নির্ভরশীলদের পুনর্বাসনে কারাগারে কারাবন্দীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, রাজশাহী ও নাটোর জেলায় মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিতদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা, গবেষণা কার্যক্রমসহ বাস্তবায়নসহ, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে সংযুক্ত আছে। আমিকের প্রতিটি কর্মসূচিতেই সিভিল সোসাইটির নেটওয়ার্ক, গণমাধ্যমের সাথে সমন্বয়, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও নীতিনির্ধারকদের সাথে অ্যাডভোকেসি করা সহ জাতীয় ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরি ও বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির সদস্য। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তামাক ও মাদকবিরোধী সমস্যায় এডভোকেসি করে থাকে। এই সমস্ত কার্যক্রমে প্রতিনিয়ত অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ও অসামান্য অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এভাবে সমাজের মানুষের কল্যাণে আমিকের পথচলা চলমান রয়েছে ও ভবিষতেও থাকবে আর এই যাত্রায় আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে এটাই প্রত্যাশা।

ত্রৈমাসিক আমিক বার্তা

১৩ম বর্ষ
৪৫তম সংখ্যা
জানুয়ারি-মার্চ ২০২২

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
রেজাউর রহমান রিজভী
আঁখি খাতুন

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

তামাক ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন বিষয়ক প্রচারণা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় এর আওতায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২ এবং নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৪ এ নিজ কেন্দ্রে ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৬ এ চৌয়ারা এমএম উচ্চ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তামাক ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রচারণা সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২ এ আগত সেবা গ্রহীতা ও উক্ত ওয়ার্ডের নারী ও পুরুষসহ মোট ৪০ জন এবং নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৪ এ উপস্থিত ছিলেন মোঃ সাত্তার, কাউন্সিলর, ২৬ নং ওয়ার্ড এবং আগত সেবা গ্রহীতাসহ উক্ত ওয়ার্ডের নারী ও পুরুষ

সহ মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৬ এ চৌয়ারা এমএম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষকগণ এবং ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণীর সকল ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ এবং আরও উপস্থিত ছিলেন রিপা পারভীন, মনিটরিং এন্ড কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স অফিসার, পিআইইউ, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন ও প্রজেক্টের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয় থেকে উপস্থিত ছিলেন সুমন কুমার সাহা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, মোঃ তরিকুল ইসলাম, এমআইএস অফিসার এবং মোঃ মোতালেব হোসেন, পরিবার পরিকল্পনা সমন্বয়কারী, ইউপিএইচসিএসডিপি-২, সিওসিসি, পিএ-১, কুমিল্লা। উক্ত তামাক ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ প্রচারণায় তামাক ও মাদকের ভয়াবহতা, পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের তামাক ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক লিফলেট এবং নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সেবাসমূহের লিফলেট বিতরণ করা হয়।

ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প আয়োজন

২৫ ও ২৭ জুন, ২০২২ আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্পের রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩ ও ৫ এ ব্লাড গ্রুপ ক্যাম্প এর আয়োজন করা হয় । পিএইচসিসি-৫ এর অধিনে শিরোইল কলোনী উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে মোট ৪৫ জনকে ছাত্রছাত্রীদের ব্লাড গ্রুপ করা হয় যাদের মধ্যে ১৭ জন ছেলে এবং ১৮ জন মেয়ে। পিএইচসিসি- ৩ এ জিন্নাহ নগর, বিসিক শিল্প এলাকায় মোট ৪৬ জনের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ে ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়।

অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে পুনরায় পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় (ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়), ডিএসসিসি, পার্টনারশিপ এরিয়া-৩, হাজারীবাগে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে পুণরায় ২৬ জুন ২০২২ সকাল ১০ টায় পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড (লাল কার্ড) বিতরণ করা হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ২২, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮ ও ২৯ নং ওয়ার্ডের অতি দরিদ্র ও দরিদ্রদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মার্চ ২০২১ মোট ৮২২৭ টি পরিবারের মাঝে পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ প্রকোপ ও প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন বস্তি উচ্ছেদ হওয়ার কারনে পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড (লাল কার্ড) গ্রহীতাদের সেবা গ্রহন উল্লেখ যোগ্য হারে কমে যায় তারই প্রেক্ষিতে পুনরায় ৬০০ টি পরিবারের মাঝে পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয়। উক্ত পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আবুল ফয়েজ মোঃ আলাউদ্দিন খান, যুগ্ম সচিব (প্রকল্প পরিচালক), ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় ডিএসসিসি, পার্টনারশিপ এরিয়া-৩, প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া। প্রকল্পটি হতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ছাড়াও সকল মা ও শিশুদের সব ধরনের স্বাস্থ্য সেবা স্বল্প মূল্যে প্রদান করা হয়।

কোভিড-১৯ বুস্টার টিকাদান শুরু

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় (ইউপিএইচসিএসডিপি-২য় পর্যায়), ডিএসসিসি, পার্টনারশিপ এরিয়া-৩ এর প্রকল্প এলাকার ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ ওয়ার্ডে মোট ১৫টি কেন্দ্রে কোভিড-১৯ বুস্টার টিকাদান ৪-১০ জুন ২০২২ প্রদান করা হয়। ঢাকা

আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াস সেক্টর পরিচালক ইকবাল মাসুদ ও রফিকুল ইসলম বাবলা, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-১৫, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কোভিড-১৯ টিকাদান কেন্দ্রের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ৪ জুন ২০২২ এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া। ৫৩০৯ জন পুরুষ ও ৫০৭৩ জন মহিলা কোভিড-১৯ বুস্টার টিকা গ্রহন করেন।

অপরদিকে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়িত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় এর ৫ টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ টিকাদান এর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।উক্ত কার্যক্রম১নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-১, ২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-২, ১২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যালয়, ১৩নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩, ১৫নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৪ এবং১৮নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৫ এ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ৪নং ওয়ার্ড, ৭নং ওয়ার্ড ও ১২নং ওয়ার্ড এ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় এর কর্মীগণ টিকাদান কর্মসূচীতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর সহযোগী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। টিকাদান কার্যক্রমে মোট ১১৪৭২ জনকে কোভিড-১৯ এর ১ম ডোজ এর টিকা প্রদান করা হয়, তার মধ্যে মোট ৫৪১৮ জন পুরুষ এবং ৬০৫৪ জন মহিলা। টিকাদান কার্যক্রমে মোট ১৩১৭১ জনকে ২য় ডোজ কোভিড ১৯ এর টিকা প্রদান করা হয় তার মধ্যে ৬১৬৩ জন পুরুষ এবং ৭০০৮ জন মহিলা। টিকাদান কার্যক্রমে মোট ৫৯৪৩ জনকে কোভিড-১৯ বুষ্টার ডোজ এর টিকা প্রদান করা হয়, তার মধ্যে ২৮৮৬ জন পুরুষ এবং ৩০৫৭ জন মহিলা।

যক্ষ্মা সম্পর্কে সচেতনতা

গত ৭ জুন মাঠ পর্যায়ে সাধারণ জণগনের মধ্যে যক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর উদ্যোগে যক্ষ্মা বিষয়ক লিফলেট প্রদান করা হয়। এছাড়া মুদি দোকানদারদেরকে যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে অবগত করা হয়। এছাড়া তাদেরকে যক্ষ্মার লক্ষণ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় এবং যক্ষ্মা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়, যক্ষ্মা কি? যক্ষ্মার প্রকার ভেদ, কিভাবে ছড়ায়, যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ, রোগ সনাক্তকরণ ও আক্রান্ত রোগীদের নিয়মিত পূর্ণ মেয়াদের চিকিৎসা সম্পন্ন করা কেন জরুরী? ডট্স চিকিৎসা পদ্ধতি, ঔষধের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও ব্যাবস্থাপনা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। তামাকের সাথে যক্ষ্মার সম্পর্ক বাংলাদেশে যক্ষ্মার বর্তমান অবস্থা এবং জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী, টিপিটি চিকিৎসা, এমডিআর টিবি বিষয় নিয়ে ধারণা দেয়া হয় এছাড়া লক্ষণ থাকলে পরবর্তী সেবা নেয়ার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

পুষ্টি মেলা

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০২২ (২৩-৩০ এপ্রিল) উপলক্ষ্যে ইউএসএআইডি ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক আয়োজিত ১৮টি গ্রোথ সেন্টারের ১৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রামীণ পরিবারে অপুষ্টি দূরীকরণে বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি কর্তৃক ''পুষ্টি মেলার'' আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, ''পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী মা, দুগ্ধদানকারী

মা এবং কিশোর কিশোরীদের পুষ্টি অবস্থার উন্নয়ন করা।” এরই ধারাবাহিকতায় কমিউনিটি পর্যায়ে পুষ্টি ও WASH বার্তা সম্প্রসারণের উদেশ্যে এই মেলার আয়োজন করা হয়।

উক্ত পুষ্টি মেলায় সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী অফিসার, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা বৃন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, ইউপি চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পুষ্টিকর খাদ্য পণ্য বিক্রেতা, সার, বীজ, কীটনাশক বিক্রেতা, ল্যাট্রিন বিক্রেতা, এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ তাদের ষ্টলে পোষ্টার, ফেষ্টুন, প্লাকার্ড, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য এবং WASH বার্তা প্রচার করে। এছাড়াও মেলায় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের ষ্টলে নানা ধরনের খাদ্যপণ্য, খাদ্য উপকরণ, নারীদের হাইজিন সামগ্রি, উন্নত ল্যাট্রিন সামগ্রি, ট্যাপ বাকেট ইত্যাদি প্রদর্শন করেন। মেলায় বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটির সহায়তাপুষ্ট নারী বিক্রয় কর্মী এবং নারী খাদ্যপণ্য বিক্রেতাগণ বৈচিত্রময়, পুষ্টিকর এবং নিরাপদ খাদ্যপণ্য প্রদর্শন ও বিক্রি করেন। পুষ্টি মেলায় ৫৩১৬ জন দর্শনার্থী উপস্থিত ছিলেন (পুরুষ-২৪৪৮, নারী-২৮৬৮)।

এছাড়াও মেলায় স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের অংশগ্রহণে পুষ্টি ও WASH বিষয়ক গান, কুইজ প্রতিযোগীতা, কবিতা, নাটক ও নৃত্য পরিবেশনা করা হয়। আশা করা হচ্ছে উল্লেখিত পুষ্টি মেলার মাধ্যমে সামাজিক ও আচরনগত পরিবর্তনের বাহক হিসাবে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে সুস্বাস্থ্য ও অধিকতর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত হবে।

মাদকাসক্তি চিকৎসা ব্যবস্থাপনা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা ম্যানুয়াল রিভিউ কর্মশালা

জেপিআরপিএইচআরপিসি প্রকল্পের মানসম্মত সেবা প্রদানের পেশাজীবীদের যথাযত গাইড লাইন প্রয়োজন। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ২ জুন জিআইজেড এর সহযোগতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর জেপিআরপিএইচআরপিসি প্রকল্পের মাদকাসক্তি চিকৎসা ব্যাবস্থাপনা

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা পুনঃমুল্যায়নে দিনব্যাপি কর্মশালা সম্পন্ন হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী সেশনে ইউএনএইডস কান্টি রিপ্রেজেন্টেটিভ ডাঃ সায়মা খান, ইউএনএফপি এর টেকনিক্যাল অফিসার, ডাঃ রাহাত নুর, সেভ দি চিলড্রেন এর টেকনিকাল স্পেশালিস্ট ডাঃ আহমেদ মোত্তাসিম বিল্লাহ, জিআইজেড এর সেন্টস প্লানিং অফিসার খান মোহাম্মদ ইলিয়াস, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যুগ্ম পরিচালক কে এস তারিক উপস্থিত ছিলেন। এই ছাড়া কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক মোঃ জহির উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মোঃ সেলিম হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহিন ইসলাম, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রর আবাসিক মনোচিকিৎসক ডাঃ রাহানুল ইসলাম, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রর সাবেক আবাসিক মনোচিকিৎসক ডাঃ আখতারুজ্জামান সেলিম, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মনোবিজ্ঞানী, অ্যাডিকশন কাউন্সেলর, জেপিআরপিএইচআরপিসি প্রকল্পের কর্মীগণ ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের মনোবিজ্ঞানী, আসক্তি পেশাজীবীগণ অংশগ্রহণ করেন।

মোটরযানে সকলের জন্য সিট বেল্ট আবশ্যক- কর্নেল ফারুক খান, এমপি

মোটরযানে সকলের জন্য সিট বেল্টের ব্যবস্থা থাকা ও মোটরসাইকেল আরোহীদের মানসম্মত হেলমেট পরিধান করা অত্যান্ত জরুরী বলে মন্তব্য করেন সাবেক পর্যটন মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য কর্নেল ফারুক খান। ৮ জুন ২০২২ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন রোড সেফটি প্রকল্পের সাথে এক মতবিনিয়িকালে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি আরোও বলেন, বর্তমান আমরা ব্যাপক হারে সড়ক দুর্ঘটনা লক্ষ্য করছি। যার অন্যতম কারণ হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত গতি। সড়কে দেখা যায় সরকার বেধে দেয়া গতিকে উপেক্ষা করে চালকেরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে যানবাহন চালাচ্ছে। যার কারণে দুর্ঘটনা বাড়ছে। মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন রোড সেফটি প্রকল্পের সমন্বয়কারী শারমিন রহমান, অ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডাঃ তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন) তরিকুল ইসলাম।

বিনামূল্যে চক্ষুসেবা ক্যাম্প

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং দৃষ্টি চক্ষু হাসপাতালের উদ্যোগে ২৫ এপ্রিল ২০২২ বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পটি মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, কামরাঙ্গিচর এ সকাল ৯:৩০ হতে দুপুর ১টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পটিতে দৃষ্টি চক্ষু হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডাঃ কে.এম. সেলিম মাহমুদ রোগী দেখেন। ক্যাম্পটির মাধ্যমে নারী, পুরুষ ও শিশু সেবা দেয়া হয়। এসব রোগীদের মধ্যে থেকে প্রয়োজন অনুসারে স্বল্পমূল্যে ও অতি দরিদ্রদেরকে বিনামূল্যে দৃষ্টি চক্ষু হাসপাতাল ছানি অপারেশনের সুযোগ দেওয়া হবে। ক্যাম্পটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনায় সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়, ডিএসসিসি পিএ-৩ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া, ফিজিশিয়ান, ডা. তাসনুভা ইসলাম স্বর্ণা এবং দৃষ্টি চক্ষু হাসপাতালের অরগানাইজার মো: ফরহাদ হোসেন ও অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ।

দিবস উদ্‌যাপন

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন

'মাদক সেবন রোধ করি, সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি" এই প্রতিপাদ্যে ২৬ জুন ২০২২ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধপাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়। এ দিবস উদযাপনকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে। এর মধ্যে ছিলো সড়ক সজ্জা, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন, র‍্যালি, ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে মাদকবিরোধী শিক্ষামূলক উপকরণ নিয়ে স্টল প্রদর্শন, আলোচনা সভা ছিল উল্লেখযোগ্য। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সড়ক সজ্জা, র‍্যালী, স্টল প্রদর্শন এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে। সকালে মৎস ভবনের সামনে থেকে অনুষ্ঠিত র‍্যালি পরবর্তী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি মহোদয়ের স্টল পরিদর্শনের মধ্যে দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের শুরু হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্টল পরিদর্শনে আসেন এ সময় ডাম হেলথ সেক্টরের উপ-পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা স্টলে উপস্থিত ছিলেন। এ বছর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের গাজীপুর পুরুষ কেন্দ্র মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পেয়েছে সেরা চিকিৎসা কেন্দ্রের পুরস্কার। এছাড়াও র‍্যালি ও মানবন্ধনে অংশগ্রহণের জন্যও পুরস্কার পেয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপপরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ধানমন্ডি ৩২ থেকে শ্যামলী পর্যন্ত ও মৎস ভবন থেকে সেগুনবাগিচা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিস পর্যন্ত ফুটওভারব্রিজে ব্যানার এবং রাস্তার পাশে ফেস্টুন দিয়ে সড়ক সজ্জা করা হয়।

এছাড়া আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা পুনর্বাসন কেন্দ্রে উক্ত দিবস উদযাপনে জাতীয় র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহন, ইনহাউজ সজ্জা, বিশেষ খাবার পরিবেশন, এই দিবসের ওপর বিশেষ মনোসামাজিক শিক্ষামূলক গ্রুপ সেশন প্রদান, ইনডোর লুডু প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ রিকভারিদের শেয়ারিং এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর এর অংশগ্রহনে ২৬ জুন 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২২' উদযাপন উপলক্ষে ঐ দিন সকাল ৯.৩০ মিনিটে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও র‍্যালি করা হয়। র‍্যালিটি যশোর শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ডিসি অফিসে এসে শেষ হয়। র‍্যালি শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

"মাদক সেবন রোধ করি, সুস্থ সুন্দর জীবন গড়ি"এই প্রতিপাদ্যে ২৬ জুন ২০২২ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়। এ দিবস উদযাপনকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মুন্সিগঞ্জ এর আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচীর অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে জেলা সার্কিট হাউজে পৌছায় এবং বেলা ১১ টার সময় জেলা সার্কিট হাউজে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিনহাজুল ইসলাম, ডাঃ সোহাগ, মেডিকেল অফিসার সিভিল সার্জন অফিস, মোঃ সাইফুল ইসলাম ভূঞাঁ, পরিদর্শক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মুন্সীগঞ্জ।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধপাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মনোযত্ন কেন্দ্র সারাদিন ব্যাপি আউটডোর ফ্রি কাউন্সেলিং সেবা এবং মনোযত্ন কেন্দ্রের সকল স্টাফ ও ক্লাইন্টদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন আবাসিক কাউন্সেলর আবু হাসান মন্ডল ও মূল বক্তব্য রাখেন প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন।

নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত, আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট-২য় পর্যায়, ডিএনসিসি, পিএ-০৩, ওয়ার্ড নং ১০, ১১ ও ১৬ কর্ম এলাকায় জনসাধারনের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও নগর মাতৃসদনের মাধ্যমে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। ২৮ মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উপলক্ষ্যে নগর মাতৃসদনে নিরাপদ মাতৃত্ব এর গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং সেই সাথে লটারির মাধ্যমে "শ্রেষ্ঠ মা" নির্বাচন করে তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উক্ত আলোচায় বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক, আবুল ফয়েজ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন খান, প্রোগাম অফিসার, ডা: ওয়াসিমুল ইসলাম সহ একং প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ডা. নায়লা পারভীন সহ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্ম এলাকার সেবা গ্রহীতাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সারা দেশব্যাপি ২৮ মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালিত হয় উক্ত দিবসে আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, আরসিসি, পিএ-১, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন র‍্যালি এবং আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করে । ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায় এর কর্মীগণ উক্ত দিবসে নানারকম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে যেমন, ক্লিনিক্যাল এরিয়াতে ব্যনার ঝোলানো, সহজে চোখে পড়ে এমন জায়গাতে ব্যানার প্রদর্শন, নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসে সকল সেন্টারে গর্ভবতী মা দেরকে নিয়ে স্টাটিক ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিরাপদ মাতৃত্ব ও গর্ভকালীন সময়ের ৫টি বিপদ চিহ্নের ১টিও যদি দেখা যায় সাথে সাথে নগর মাতৃসদন আসার জন্য আলোচনা করা হয়।

জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদ্‌যাপন

"সঠিক পুষ্টিতে সুস্থ জীবন" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২০ এপ্রিল, ২০২২ হতে ২৯ এপ্রিল, ২০২২ পর্যন্ত ৭ দিনব্যাপী স্বাস্থ্যবিধি মেনে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ-২০২২ পালন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস্ ডেলিভারী প্রজেক্ট-দ্বিতীয় পর্যায়, সিওসিসি, পিএ-১, কুমিল্লা নগরীর ২৪টি ওয়ার্ডে অবস্থিত ১টি নগর মাতৃসদন ও ৬টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ- ২০২২ একযোগে পালন করে। এছাড়াও প্রতিটি কেন্দ্রে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ- ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত সকল সেবাগ্রহীতাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসে আলোচনা সভা

'জনস্বাস্থ্যের পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্য পরিবেশের যথেষ্ট ক্ষতি করে। তামাক চাষ ফসলী জমি ও পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করে। এজন্য জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার্থে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে'- ৩১ মে বিকেলে রাজধানীর মিরপুরের আরবান প্রাইমারী হেলথ প্রকল্প কেন্দ্রে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২২ উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এমনটিই জানালেন আলোচকগণ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন, কারিগরি পরামর্শক, দি ইউনিয়ন, বাংলাদেশ; মো. আবদুস সালাম মিয়া, গ্রান্টস ম্যানেজার, সিটিএফকে-বাংলাদেশ, ডা. নায়লা পারভীন, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর মেডিকেল সার্ভিসেস, স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইউপিএইচসিএসডিপি-২, পিএ৩, ডিএনসিসি, ডাম এবং মো. শফিকুল ইসলাম, হেড অব প্রোগ্রাম্স-বাংলাদেশ, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাতের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার শারমিন আক্তার রিনি। 'তামাকমুক্ত পরিবেশ, সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম।

এর আগে ৩১ মে সকালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন অংশগ্রহণ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ৭ এপ্রিল পালিত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, ২০২২। এ বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল **"সুরক্ষিত বিশ্ব, নিশ্চিত স্বাস্থ্য"**। প্রতিবারের মতো এবারেও সিভিল সার্জন অফিস এর অয়োজনে বিশ্ব এইডস দিবস উদ্‌যাপিত হয়। আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প-২য় পর্যায়, আরসিসি, পিএ-১, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন র‍্যালি এবং অলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে এবং র‍্যালিতে ব্যানার প্রদর্শন করা হয়।

৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় যশোর কালেক্টরেট চত্বর এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে। জেলা প্রশাসক মহোদয় মোঃ তমিজুল ইসলাম খান, সিভিল সার্জন ডাঃ বিপ্লব কান্তি বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর উক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

ওয়াশ সেক্টর কার্যক্রম

Kobo Tool Box ব্যবহার করে ডিজিটাল গৃহস্থালী জরিপ

জরিপ যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ওয়াশ সেক্টর কক্সবাজারের উখিয়ায় ইমপ্রুভিং ওয়াশ ফর রাহিঙ্গা রিফিউজি হোস্ট কমিউনিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। Kobo Tool Box প্লাটফর্ম ব্যবহার করে সুবিধাভোগী পরিবারের তথ্য ডিজিটালভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে যা ম্যানুয়াল পদ্ধতির চেয়ে দ্রুত এবং আরও কার্যকর।

আর্সেনিক এবং আয়রন রিমুভাল ওয়াটার পয়েন্ট নির্মাণ

বেনাপোলে নিরাপদ পানীয় জলের সংকট দূর করতে ডাম ওয়াশ সেক্টর বেনাপোল ওয়াশ প্রকল্পের ২য় ফেজ বাস্তবায়ন করছে, যার মধ্যে ১৪ টি আর্সেনিক এবং আয়রন রিমুভাল প্লান্ট (AIRP) ওয়াটার পয়েন্ট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। ১৪ টির মধ্যে ৬ টি ইতিমধ্যেই নির্মাণাধীন। এই ৬ টি নিরাপদ পানির পয়েন্ট জুলাই ২০২২ এ উদ্বোধন করা হবে এবং বেনাপোলের বঞ্চিত মানুষের এই সেবা পাওয়া শুরু করবে।

কেস স্ট্যাডি: নারী সবজি বিক্রেতা 'আলো রাণীর হাসি মাখা মুখ'

পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার সুবিদখালী গ্রোথ সেন্টারের মাছ বাজারের ঠিক উত্তর দিকে তাকালেই খুব হাসিখুশি একজন নারীকে শাক-সবজি বিক্রি করতে দেখা যাবে। তিনি হচ্ছেন আলো রাণী (৩৭) একজন নারী সবজি বিক্রেতা। তিনি একজন বিধবা, যিনি বিগত দশ বছর যাবৎ শাক-সবজির ব্যবসার সাথে জড়িত। দুইজন কন্যা সন্তানের জননী আলো রাণী ১৪ বছর আগে বিধাব হন, যখন তার বড় মেয়ে রিনার বয়স মাত্র তিন বছর এবং ছোট মেয়ে ইতিরানী সদ্য জন্মগ্রহন করেছে।

স্বামীর মৃত্যুর পরে আলোরাণী তার দুই মেয়েকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে পতিত হয়। তার ছোট শিশুদের জন্য খাদ্যের যোগান এবং নিরাপত্তা প্রদানের জন্য আলোরাণী শাক-সবজি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন এবং বসবাসের জন্য ছোট্ট একটি ঘর ভাড়া করেন। তিনি শাক-সবজি বিক্রি করে যা আয় করতেন, সংসারের খরচ মেটানোর পরে কোন সঞ্চয় থাকতো না। আর এভাবেই তিনি সংসার চালিয়ে আসছিলেন। আলোরাণী এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এবং নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আলোরাণী তার বড় মেয়েকে কোনো মতে বিয়ে দেন।

একদিন আলোরাণী বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে পারেন এবং একজন খাদ্য পণ্য ব্যবসায়ী হিসেবে নিজের নাম অন্তর্ভূক্ত করেন। বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটিতে অন্তর্ভূক্ত হবার পর থেকে আলোরাণী সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। তিনি খাদ্য পণ্য ব্যবসায়ী হিসেবে বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি থেকে মোট ৪টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনে আলোরাণীর ভূমিকা চোখে পরার মতো। বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রমে তার অংশগ্রহণ দেখলে মনে হয় তিনি তার আগ্রহ এবং পারদর্শিতা প্রমাণ করার জন্য এরকমই একটি প্লাটফর্ম খুঁজতেছিলেন। তিনি বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি কর্তৃক আয়োজিত কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি মেলায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রায় ১০০০ টাকার পুষ্টিকর খাদ্য পণ্য বিক্রি করেন। মেলায় তার অংশগ্রহণ ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। তিনি এখন পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য এবং ব্যবসায়িক কলাকৌশল সম্পর্কে বেশ সচেতন।

আলোরাণীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ব্যবসায়িক কলাকৌশলের জন্য বর্তমানে আলোরাণীর ব্যবসায়ীক উন্নতি বেশ চোখে পরার মতো। আলোরাণীর দিন ঘুরেছে এবং তার অন্ধকারাচ্ছন্ন কষ্টের জীবনে আলোর দেখা মিলেছে। বর্তমানে তিনি বেশ হাসিখুসি থাকেন। এই হাস্যজ্বল সংগ্রামী নারী বর্তমানে আগের চেয়ে একটি ভালো এবং বাসযোগ্য একটি বাসা ভাড়া নিয়েছেন। আলোরাণীর খুব ইচ্ছা, তার ছোট মেয়েকে ভালোভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, যাতে করে সমাজে সে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য আলো রাণী এখন টাকা সঞ্চয় করতে শুরু করেছেন। আলোর মুখ দেখতে পাওয়া আলোরাণী বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটির কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আজকে আমার যে উন্নয়ন হয়েছে তার অংশীদার বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটির সার্বিক সহযোগিতার জন্যেই সম্ভব হয়েছে"।

মাদকনির্ভরশীলদের চিকিৎসায় আর্দশ প্রতিষ্ঠান

আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

Web: www. amic.org.bd, www.amdtc.org.bd
Email: amic.dam@gmail.com
Youtube Channel-youtube.com#c#DAMHealth

ঠিকানা সমূহ

গাজীপুর (পুরুষ কেন্দ্র)
মিয়াবাড়ি সড়ক, গজারিয়া পাড়া
রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর
মোবাইল : ০১৭১৫-৪০৭৮৪৩
০১৭৭- ২৯১৬১০২
Email : dtcgazipur@amic.org.bd

মুন্সিগঞ্জ (পুরুষ কেন্দ্র)
আলমপুর, হাঁসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
মোবাইল : ০১৮১০১১৩৬৪১
০১৭৮২৯৬৬৬০৬
Email : monojotno@amic.org.bd

যশোর (পুরুষ কেন্দ্র)
বড়, ভেকুটিয়া সদর, যশোর
মোবাইল : ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫
০১৭৫৭ ০২৩৭৩৩
Email : dtcjashore@amic.org.bd

ঢাকা (নারী কেন্দ্র) এবং মনোযত্ন কাউন্সেলিং কেন্দ্র
১৫২/ক, ব্লক-ক, রোড নং-৬,পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৭৭৭৭৫৩১৪৩,০১৭৪৮৪৭৫৫২৩
Email : amic.fdtc@gmail.com

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

হেল্‌থ সেক্টর, বাড়ি-১৫২, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪
আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com
web: www.amic.org.bd; dam-health.org